ছায়াহীন মানুষ এবং-

সসীম কুমার বাড়ৈ

যদিও দু'জনের মধ্যে একজনও ফেরিওয়ালা নই । পূর্ব পরিচিতও নই। উদ্দেশ্যগত মিল আছে কিনা জানি না। তবু কাঠফাঁটা রোদে হাঁটছি একই অভিমুখে। গরমে ফোস্কা পরার উপক্রম। অন্য লোকটা আমার থেকে কয়েক পা আগে আগে হাঁটছে। ইচ্ছা হলো তার সাথে বলতে বলতে হাঁটি। যদি একটু কষ্ট ভোলা যায়। লোকটা উদ্দেশ্য করে বললাম –যা গরম পরেছে, রাস্তার পিচ গলে কাদা। ও দাদা, থাকেন কতদূর? না, কোনো সাড়া নেই। ভাবলাম শুনতে পায়নি হয়ত। গলা খেঁসে লোকটার মনোযোগ কাড়ার চেষ্টা করলাম। লোকটা কানে কালা নাকি, একবারও শুনল না। ভালোকরে দেখতে গিয়ে আমার চক্ষু চড়কগাছ-মাটিতে লোকটার ছায়া নেই। সূর্য খানিকটা হেলেছে। আমার দেড় হাত ছায়া দিব্যি আমার সাথে বন্ধুর মতো হেঁটে চলেছে। ছায়াটা আমার দৈর্ঘ্যের সাথে মানানসই। পিছন থেকে দেখে মনে হলো লোকটা বেশ সোম্যকান্তি। মনে হচ্ছে লোকটার মুখ ভর্ত্তি দাঁড়ি। একটু সামনে ঝুঁকে হাঁটা মানুষটা আমার থেকে না হলেও আট ইঞ্চি লম্বা। শনিবার দিন বারবেলা, সামনে একটা ছায়াহীন জলজ্যান্ত মানুষ, আমার হাত পা হিম হয়ে যেতে লাগল। আর তখনই ঘটে গেল অবিশ্বাস্য ঘটনাটা- লোকটা লম্বা পায়ে একটা পোড়া বাড়ীর পাঁচিলে মিলিয়ে গেল। ভুতাতঙ্ক আমায় তাড়া করল।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস চোখ আমার সাথে প্রতারণা করেছে। অথচ ঘটনা হলো ছায়াহীন মানুষটাকে অনেকে বাতাসে মিলাতে দেখেছ। গোটা একটা মানুষ দশ বাই পাঁচ ইঞ্চি লাইট পোষ্টে কি করে ঢুকে যায়? সবার দেখা এক করলে দাঁড়ায়- এই অচিন মানুষটাকে একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে। বিশ্বাস বোধে লোকটা জায়গা করে নিয়েছে যে সে পাহাড় ফুঁড়ে বেরুতে পারে। শরীরের লোমকুপে লুকিয়ে থাকতে পারে। একদিন সকালে বাবা আমাকে বলল-হ্যাঁরে বিবেক, দাঁড়িটা কেটে ফেলতে পারিস না। দাঁড়িতে তোকে কেমন অচেনা অচেনা লাগছে। বাবার দিকে অবাক চোখে তাকালাম- বলো কি বাবা, বাবার পরামর্শেই দাঁড়ি রাখা। দাঁড়ি গজাতেই বাবা বলেছিল, চাপ দাঁড়িতে তোকে মানাবে। পরে বুঝেছি বাবা আসলে আমার ভাঙ্গাচোরা চেহারা আর ব্যক্তিত্বহীনতাকে দাঁড়ি দিয়ে ঢাকতে চেয়েছিল। বাবা হয়তো অতো ভাবেনি- নিজের পায়ে না দাঁড়াতে পারলে দাঁড়ি দিয়ে মুখ ঢেকে ব্যক্তিত্ব বাড়ানো যায় না। যেমন আমার দাঁড়ির নীচে ঘাপটি মেরে আছে ভাঙ্গা চোয়াল আর তোশা। বাবার কথায় আয়নার সামনে দাঁড়ালাম-একি, আয়নায় নিজের মুখ খুঁজে পাচ্ছি না। ছায়াহীন মানুষটার প্রতিবিম্ব। আমাকে দেখে মিটমিট করে হাসছে। নিজের গালে ঠাস ঠাস কসে দুটো চড় লাগালাম। বাবা কি আমার মধ্যে ছায়াহীন মানুষটার ছায়া দেখেছে। তার ছায়াই পরে না, অথচ এতল্লাটে দেখা হলেই খোঁজা চলে ছায়া আছে কিনা। চেনা অচেনা সকলের বাড়ির দেওয়ালে যেমন নিরাপত্তা নেই। গোটা একটা মানুষের নিঃশব্দ বিচরন। ফলে আমাদের পাড়ার রাস্তাঘাট জনশূন্য, বিশ্বাসশূন্য ভাঁড়ার।

কে দেখেছে বা কে দেখেনি তা আর কোন প্রশ্ন নয়। বরং জল্পনা কল্পনা শহরটায় কত সংখ্যক ছায়াহীন মানুষ আছে। এক! দুই! একশ! হাজার! কোটি! ব্যতিক্রম শুধু কৌমাসবাবু। তিনি কখনও ছায়াহীন মানুষ দেখেননি। শত্রুহীন কৌমাসবাবুর ইচ্ছা অসহায় মানুষটাকে বুকে টেনে নেবেন। সেই তাগিদ থেকে তিনি ঘুড়ে বেড়ান পথে পথে। তাঁর ঝোলায় থাকে গীতা,

বাইবেল, কোরান মিলেমিশে একাকার। ঠাসাঠাসিতেও তাঁর ঝোলার মধ্যে জাতপাত নেই। কৌমাসবাবু হন্যে হয়ে খুঁজছেন ছায়াহীন মানুষটাকে। তাঁর বিশ্বাস বুকের মাঝে নিশ্চিত ভালোবাসার আঁধার ছোঁয়া লাগলেই গাছ গজায়, ছায়া পড়ে রেশমী চুলের মানুষটাকে ঘিরে ফিরে আসছিল আমাদের আত্মবিশ্বাস। আমাদের আত্মবিশ্বাস কাঁচের মতো খান খান করে ভেঙ্গে পড়লো। কাঠফাঁটা রোদে গলির মুখে নির্জন রাস্তায় কৌমাসবাবুর অসহায় দেহ। তৃষ্ণার্ত একটা কাক ক্লান্ত স্বরে একনাগারে ডেকে যাচ্ছে কা কা। আততায়ীর কোনো বুলেট এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দেয়নি, বা শিরচ্ছেদের কোনো চিহ্ন নেই। যদিও মৃত্যু অনিবার্য সত্য, অগ্নিশিখা সংস্কার। তবু কৌমাসবাবুর মৃত্যু অনেকগুলো প্রশ্নের জন্ম দিয়ে গেল। তাঁর দেহের পাশে ধর্মগ্রন্থগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। বাইবেলের একটা খোলা পাতায় যিশু বলেছেন- "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকসকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব।"

বাবা এবং আমি যেদিন আমার মুখে ছায়াহীন মানুষের ছায়া দেখেছিলাম সেদিন থেকে পুষে রেখেছিলাম একটা রাগ। কৌমাসবাবুর মৃত্যু উসকে দিল পুষে রাখা রাগ। আমাদের বাড়ী থেকে উত্তর দিকে মিলেটারী ক্যাম্পে খবর দিলাম। শুনে কমান্ডাট খানিকটা থম মেরে থাকলেন। তারপর চোখ বন্ধ করে ধীরে ধীরে বললেন-লোকটার ছায়া পড়ে না তাইতো।আকার নেই, আকৃতি নেই। হাওয়ার মধ্যে বাস। শ্বাসপ্রশ্বাসে হেঁটে বেড়ায় লোকটা। বুঝলেন এদের জীবন নেই। দয়ামায়া নেই, ভয় নেই। অথচ ভয়ে মরে এরা। লোকটা সন্ত্রাসবাদী। এর কোনো শরীর নেই। মৃত্যু ও নেই বিবেকবাবু। মাথা যখন তুললেন কমান্ডাট সাহেব মনে হল দায়িত্ব পালনের তাগিদ থেকে কিছু একটা করতে হবে এমন ভাব। সাজ সাজ রবে বেড়িয়ে পড়লো এক কোম্পানী ফৌজ। নেতৃত্বে কমান্ডাট স্বয়ং। সম্ভাব্য পথ ধরে আমি চিনিয়ে আনছিলাম। খানিকটা হলেও বুকের মধ্যে আমার পাড়ার দাদা ভাবটা ফিরে এসেছে। বাঁক ঘুরতেই দেখা মিলল লোকটার। আগে আগে হেঁটে যাচ্ছে। ছায়া নেই যথারীতি। আমি নিশ্চিত আঙ্গুল তুলতেই এম, এল , আর থেকে ঝেঁপে এলো ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট বৃষ্টি। এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দিচ্ছে ছায়াহীন মানুষের দেহ। ফিনকি দিয়ে বেরুচ্ছে রক্ত । আমার চোখ টিকরে বেড়িয়ে আসার অবস্থা-প্রত্যেক ফোঁটা রক্তই জন্ম নিচ্ছে এক একটা ছায়াহীন মানুষ। ছায়াহীন মানুষের কোলন। লোকটা হেঁটে যাচ্ছে অবলীলায়। বুলেটবৃষ্টিতেও রক্তবীজ মানুষগুলো নেচে যাচ্ছে বৃত্তীয় বৃশ্চিক নৃত্য। চোখ বন্ধ করে দৌড় লাগালাম। কতক্ষণ এভাবে দৌড়েছিলাম জানি না। যখন চোখ খুললাম দেখলাম কৌমাসবাবুর ছেলের কোলে আমার মাথা। আমার মাথায় জলের ধারা, আঃ বড় শান্তির জল।

কৌমাসবাবুর ছেলের ছায়ায় আমার পথ তখন বাড়ীর দিকে। কাঁধে তার বাবার ঝোলা। বাবার উত্তরাধিকার। আমার মধ্যে নিরাপত্তাবোধ ফিরে এলো অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। সে আমার কাঁধে হাত রেখে বলল- বুঝলেন বিবেক, অস্ত্র টা আসলে ভালবাসার। আমার ছেলেও কোনদিন ছায়াহীন মানুষ দেখবে না। অস্ত্রটা একবার নেবেন নাকি?

সসীম কুমার বাড়ৈ, বাদড়া ঘোষ বাগান, ইটালগাছা, কলকাতা- ৭০০০৭৯